ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন

ড. আনিসুজ্জামান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভাইস চ্যান্সেলর, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

লুডভিগ ইয়োহান জন ভিটগেনস্টাইন (২৬.০৪.১৮৮৯ – ২৩.০৪.১৯৫১) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এক অভিজাত ও অত্যন্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ও ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় কাটানো এ অস্ট্রিয়-ব্রিটিশ দার্শনিকের মূলকাজ যুক্তিবিদ্যা, ভাষাদর্শন, মনোদর্শন, ও গণিতের দর্শনে। ভিটগেনস্টাইনের মনোযোগী পাঠক ও গবেষক জানেন যে, তাঁর লেখার পদ্ধতি অন্যসব দার্শনিকের (কিছুটা ব্যতিক্রম স্পিনোজা) থেকে ভিন্ন। প্রথম কথা হলো: প্রচলিত ধারণা যে দর্শন অনুধ্যানমূলক[১] এবং দর্শনের কাজ বিশেষ ধরনের তত্ত্ব নির্মাণ-এর বিপরীতে তিনি মনে করতেন দর্শন একটি ক্রিয়া বিশেষ: "Philosophy is not a theory but an activity."[২] ঠিক একই ভাবে দর্শনের অন্যতম প্রধান শাখা নীতিবিদ্যার ব্যাপারেও ভিটগেনস্টাইনের ধারণা অভিনব। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিটগেনস্টাইনের নৈতিকতা সম্বন্ধে মূলধারার বিপরীত একটি অবস্থান উপস্থাপনের চেষ্টা করবো। ভিটগেনস্টাইন নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: "Ethics is the enquiry into the meaning of life, or into what makes life worth living, or into the right way of living."[৩] লক্ষ করার বিষয় হলো – এ সংজ্ঞাটি কিন্তু নীতিবিদ্যার প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন, ব্যাপক এবং আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর দর্শন নির্মাণের ক্ষেত্রে যাদের প্রভাব পড়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এ প্রভাবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না। সেজন্য এখানে আমি জন্ম তারিখ অনুযায়ী কেবল তাঁদের নাম উল্লেখ করবো, যাতে আগ্রহী পাঠক ও গবেষক এসব দার্শনিকের লেখা পড়ে ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অধিক পরিজ্ঞাত হতে পারেন। দর্শনের ক্ষেত্রে ভিটগেনস্টাইনের উপর যাদের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: স্পিনোজা (১৬৩২ – ১৬৭৭), কান্ট (১৭২৪ – ১৮০৪), গ্যোটে (১৭৪৯ – ১৮৩২), শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮ – ১৮৬০), কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩ – ১৮৫৫), টলস্টয় (১৮২৮ – ১৯১০), ফ্রেগে (১৮৪৮ – ১৯২৫), বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২ – ১৯৭০), ও জি ই ম্যুর (১৮৭৩ – ১৯৫৮)।

আমি যে বলেছি যে, ভিটগেনস্টাইন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, প্রভাব বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক[৪] যিনি আড়াই হাজার বছর ধরে প্রচলিত দার্শনিক ধারার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন সেটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য কাদের উপর তাঁর দর্শনের গভীর প্রভাব পড়েছিল তাঁদেরও নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন খোদ তাঁর শিক্ষক রাসেল ও ম্যুর। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য হলেন

[১] আধুনিক দর্শনের জনক বলে পরিচিত ফরাসি দার্শনিক রেনে ডেকার্ট-এর একটি বইয়ের নামই Meditations। বলা বাহুল্য, এ বইটি তাঁর দার্শনিক চিন্তার ধরনের স্মারক।

[২] Tractatus Logico-Philosophicus (TLP), 4.112, C K Ogden-এর অনুবাদ।

[৩] Lecture on Ethics (LE), p.44

[৪] Stanford Encyclopedia of Philosophy

রুডোলফ কারনাপ (১৮৯১ – ১৯৭০), গিলবার্ট রাইল (১৯০০ – ১৯৭৬), ফ্রাঙ্ক পি রামজে (১৯০৩ – ১৯৩০), রুশ রিজ (১৯০৫ – ১৯৮৯), এ জে এয়ার (১৯১০ – ১৯৮৯), নরমান ম্যালকম (১৯১১ – ১৯৯০), এলান ট্যুরিং (১৯১২ – ১৯৫৪), জর্জ হেনরিক ভন রাইট (১৯১৬ – ১৯৯৭), পিটার গিচ (১৯১৬ – ২০১৩), পি এফ স্ট্রসন (১৯১৯ – ২০০৬), এলিজাবেথ এনসকম্ব (১৯১৯ – ২০০১), ডেভিড পিয়ারস (১৯২১ – ২০০৯), স্টিফেন টলমিন (১৯২২ – ২০০৯), পিটার উইনস (১৯২৬ – ১৯৯৭), নোয়াম চমস্কি (১৯২৮ –), জন সারলে (১৯৩২ –), ডি জেড ফিলিপস (১৯৩৪ – ২০০৬), হ্যান্স স্লুগা (১৯৩৯ –), পিটার হ্যাকার (১৯৩৯ –), সাউল ক্রিপকি (১৯৪০ –), ড্যানিয়েল ডেনেট (১৯৪২ –), লারস হারজবার্গ (১৯৪৩ –), ডেভিড কোবার্ন (১৯৪৮ –) এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী এঁদের ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দার্শনিকেরা যারা এ শতাব্দীতেও দর্শনের বিভিন্ন ধারাকে বিকশিত ও বেগবান করে চলেছেন এবং এ ধারা বহমান রেখেছেন।

ভিটগেনস্টাইনের লেখার পরিমাণ বিপুল; যদিও জীবদ্দশায় তাঁর কেবল একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। Ogden-এর অনুবাদে ৭৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি যুগান্তকারী। গ্রন্থটির নাম : Tractatus Logico-Philosophicus। মূল বইটি জার্মান ভাষায় লেখা। কেমব্রিজের অধ্যাপক হয়েও ভিটগেনস্টাইন তাঁর মাতৃভাষা জার্মান ভাষায় লিখতেন। মৃত্যুর পর তাঁর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেক গ্রন্থই ইংরেজিসহ বিশ্বের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রবন্ধ শেষে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের একটি তালিকা দিলাম, যাতে উৎসাহী পাঠক ও গবেষক বইগুলো পড়তে পারেন এবং আমি যে ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের অপ বা আংশিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি না তা উপলব্ধি করতে পারেন।

আমি ভিটগেনস্টাইনের অনেক লেখা এবং তাঁর লেখার কয়েকজন ব্যাখ্যাতার[৫] লেখা অধ্যয়ন করে আমার এ প্রবন্ধটি রচনা করেছি। ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন সম্বন্ধে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি সেটি এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছি। ভিটগেনস্টাইন নিজে কোন এক স্থানে তাঁর নৈতিক মত উপস্থাপন করেন নি। আমি যে তাঁর অবস্থানের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিনা সে লক্ষ্যে আমি তাঁর নিজের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে আমার অবস্থানকে তুলে ধরবো। আমরা জানি যে, তিনি কোন বিশেষ ধরনের নৈতিক মত উপস্থাপন করেননি। বস্তুত তিনি সব ধরনের মত উপস্থাপনের এক প্রকার বিরোধী ছিলেন। ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন বোঝার জন্য দর্শন, মানুষের আচরণ বা কাজ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যা ভাষাতাত্ত্বিক বা ধারণাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না; অথচ সমকালীন দর্শনের অন্যতম প্রধান যে শাখা – ভাষাদর্শন এবং যার উপর ভিটগেনস্টাইনের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে, তার অন্যতম কাজ হচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তথাকথিত অনেক দার্শনিক সমস্যা মূলত এক ধরনের ভাষাগত জট বা গেরো বিশেষ। ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ জট বা গেরো খুলে ফেলা প্রয়োজন (to unknot the knot) এবং এতে সমস্যাগুলো আর থাকবে না। অন্য কথায়, এগুলো আসলে কোন সমস্যা নয় – এক ধরনের ছদ্ম সমস্যা (pseudo-problem)। কাজেই এদের সমাধান (solution) নয়, প্রয়োজন দ্রবীভূতকরণের (dissolution)। তাঁর ধারণা ছিল যে, নীতিবিদ্যা আসলে এ জগতের বাইরের – অতিবর্তী : “Ethics

[৫] প্রবন্ধের শেষে তালিকা দেখুন।

is transcendental"[৬]। অন্যত্র তিনি বলেছেন, নীতিবিদ্যা অতিপ্রাকৃতিক: "Ethics, if it is anything, is supernatural … ."[৭]। মনে রাখা দরকার যে ভিটগেনস্টাইন নীতিবিদ্যাকে অতিপ্রাকৃতিক বা অতিবর্তী মনে করলেও, তিনি এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন: "My whole tendency and I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk ethics or religion was to run against the boundaries of language. … it [Ethics] is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot help respecting deeply and I would not for my life ridicule it."[৮] উল্লেখ্য, ট্র্যাকটাটুস-এর প্রথম বাক্য: "The world is everything that is the case. The world is the totality of facts, not of things."[৯] এজন্য ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক ভাবনা উপস্থাপন করা বেশ কঠিন। ভিটগেনস্টাইনের ধারণা ছিল, ধর্ম ও নৈতিকতা জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ভাষাতাত্ত্বিক বা যৌক্তিকভাবে মানব জীবনের এ দিকটি মূর্ত করা না গেলেও শিল্পের মাধ্যমে ও নান্দনিকভাবে এদের কিছুটা হলেও স্পষ্ট করা যায়।

ভিটগেনস্টাইনের ধারণা ছিল যে, জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না, কারণ ভাষার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্যে ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল বিশ্বাসের, যুক্তি ও বিশ্লেষণের নয়। নৈতিকতা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। এজন্যে মানব জীবনের এ দিকটিকে তিনি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইতেন না। এ প্রসঙ্গে ট্র্যাকটাটুস-এর শেষ বাক্য উল্লেখ্য। সম্ভবত এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন: "Whereof one cannot speak, thereof one must be silent."[১০] এই যে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্বন্ধে নিশ্চুপ থাকা, যেটা ট্র্যাকটাটুস-এর শেষ বাক্যে ধৃত হয়ে আছে সেটাকে দর্শনে Quietism বা Fideism নামে চিহ্নিত করা হয়। এটাকেই ভিটগেনস্টাইন unsayable বলেছেন।

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন তাঁর উপলব্ধ form of life[১১]-এর এর সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। এজন্যেই তিনি নৈতিকতাকে ভাষায় বিশ্লেষণ না করে, কারণ তার মতে তা করা যায় না, জীবনে ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এই যে form of life অথবা life-form তা ব্যক্ত হয় মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির (ways of life or life-styles) মাধ্যমে। কোন মানুষের জীবনের এ দিকটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে বা এ দিকটির প্রতি সুবিচার করতে চাইলে মানুষের ঐতিহাসিক ও জৈবিক উপলব্ধির (historical and biological understanding of humans) দরকার। এ জন্যেই তো তিনি বলেছেন: "What can be shown, *cannot* be said."[১২] আমরা জানি, তাঁর ট্র্যাকটাটুস-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ভাষার চিত্র বা ছবিতত্ত্ব (Picture theory of language)।

---

[৬] TLP, 6.421 (পিয়ারস-এর অনুবাদ); also see, Notebooks (NB), p.162
[৭] LE, p.46
[৮] Ibid., p.51
[৯] TLP, 1, 1.1 (Ogden)
[১০] Ibid., 7 (Ogden)
[১১] Philosophical Investigations (PI), Sections 19, 241, etc.
[১২] TLP, 4.1212, (Pears)

সম্ভবত এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন: “The human body is the best picture of human soul.”[১৩] ভিটগেনস্টাইন অন্যত্র বলেন: “The face is the soul of the body.”[১৪]

আগেই উল্লেখ করেছি, ভিটগেনস্টাইনের মতে নৈতিকতা বা মূল্যের উৎস পার্থিব জগতের বাইরে। এটি সত্যি যে, ঘটনা জগতে ঘটে, কিন্তু মূল্যায়ন হয় বাইরে থেকে আসা কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে। ভিটগেনস্টাইনের কাছে ঘটনা হিসেবে একটি হত্যা ও একটি পাথরের পতন একই পর্যায়ের: “The murder will be on exactly the same level as any other event, for instance, the falling of a stone.”[১৫] ভিটগেনস্টাইন দর্শনকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন শাখা বলে মনে করতেন না: “Philosophy is not one of the natural sciences.”[১৬] তিনি মনে করতেন, দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তার যৌক্তিক স্পষ্টকরণ: ‘‘The object of philosophy is the logical clarification of thoughts.”[১৭] যেহেতু তাঁর প্রস্তাবিত চিত্র বা ছবিতত্ত্ব অনুযায়ী একটি বচন কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হয়, যখন সেটিকে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত বা চিত্রায়িত করা যায় (Statements are meaningful if they can be defined or pictured in the real world.)।

আমরা জানি যে, ভিয়েনা গোষ্ঠীর যে মূলনীতি তার সূত্রায়নে ট্র্যাকটাটুস-এর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। আর বিশ্লেষণী দর্শনের বিকাশ ধারায় বিশেষ করে ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের উপর এর (Tractatus) গভীর প্রভাব পড়েছিল। এ সময় যেহেতু নীতিবিদ্যায় আবেগাত্মক তত্ত্বের (emotive theory in ethics) উপস্থাপন হয়, সেজন্য, অনেকে মনে করেন যে ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন নেতিবাচক। ভিটগেনস্টাইনের সব লেখা বিবেচনায় নিলে এ মত পরিবর্তন করতে হয়।

Philosophical Investigations-এ ভিটগেনস্টাইন চিত্র বা ছবিতত্ত্ব থেকে, বলা চলে, অনেকটাই বেরিয়ে আসেন। এখানে তিনি দেখান যে, শব্দ হচ্ছে এক ধরনের “যন্ত্র” (tools) যা আমরা বিভিন্ন ধরনের “খেলা” (games) খেলতে ব্যবহার করি। অবশ্য তিনি এটাকে আক্ষরিক অর্থে নয় বরং এক ধরনের pattern of intention অর্থে বুঝিয়েছেন। এটি পরবর্তীকালে ভাষার ব্যবহার তত্ত্ব (meaning as use) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শনের কথা বলতে যেয়ে আমি উপরে form of life এর কথা বলেছি। এটি মূলত ভাষার এক ধরনের সামাজিক কাজ বা ক্রিয়া (social function)। আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক আচরণ (cultural practice) ও মূল্যবোধ (values) বোঝাতে যেয়েও ভাষা ব্যবহার করি। আর এক্ষেত্রেই নৈতিকতার প্রসঙ্গ এসে যায়। এখানে ভাষার দুটো দিক দেখছি: একটি জ্ঞানগত দিক (cognitive aspect); অপরটি সাংস্কৃতিক দিক (cultural aspect)।

---

[১৩] PI, Part 2, p.178
[১৪] Culture and Value (CV), p.24
[১৫] LE, p.45
[১৬] TLP, 4.111 (Pears)
[১৭] Ibid., 4.112 (Ogden)

ভিটগেনস্টাইনের মতে ভাল বা মূল্যবোধের সাথে যা কিছু সম্পর্কিত তাই ঐশী, তাই অতিপ্রাকৃতিক; যদিও এ কথাটা শুনতে কিছুটা অদ্ভূত লাগে, কিন্তু এটাই ভিটগেনস্টাইনের মত। তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন: "What is good is Divine too. That, strangely enough, sums up my ethics. Only something supernatural can express the Supernatural."[১৮]

আগেই উল্লেখ করেছি, ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে। ভাষা কেবল প্রাকৃতিক বা অভিজ্ঞতার জগতের কথা ব্যক্ত করতে পারে। যেহেতু নৈতিকতার উৎস এ জগতের বাইরে, তাই নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট করে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভিটগেনস্টাইন বলেন: "So too it is impossible for there to be propositions of ethics. Propositions can express nothing that is higher. It is clear that ethics cannot be put into words. Ethics is transcendental (Ethics and Aesthetics are one and the same.)"[১৯]

প্রথম বা আপাতদৃষ্টিতে নৈতিকতা সম্বন্ধে ভিটগেনস্টাইনের মত বা অবস্থানকে পরস্পর বিরোধী, এমনকি রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। ভিটগেনস্টাইন এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন: "But this [Ethics] is really in some sense deeply mysterious!"[২০] তিনি অন্য আরেক জায়গায় বলেন: "It is clear that ethics cannot be expressed."[২১] ভিটগেনস্টাইন কেবল যে নীতিবিদ্যাকে অতিবর্তী মনে করতেন তাই না, তিনি যুক্তিবিদ্যাকেও অতিবর্তী (transcendental) মনে করতেন: "Logic is transcendental."[২২]

সাধারণভাবে যুক্তিবিদ্যা, বিশেষ করে নৈতিকতা সম্বন্ধে ভিটগেনস্টাইনের কথাকে হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হলেও, আসলে এটাই সত্যি। ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে, এ পার্থিব জগতে ঘটে, এটি ঘটনার বর্ণনার দিক, মূল্যায়নের দিক নয়। মানুষ মানব প্রদত্ত যুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও অনপেক্ষ বিচার করতে পারে না। এর কারণ মানুষের সব কিছুই স্থান ও কালের পরিসীমায় সংঘটিত হয়, সেজন্য তা হয় আপেক্ষিক। যে যুক্তি দেয়, যেজন্য যুক্তি দেয়, যার পক্ষে/বিপক্ষে যুক্তি দেয় তা দৈশিক ও কালিক দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটি আরও অধিক প্রযোজ্য। মানুষতো মানুষের কোন কাজের পুরোপুরি বিচার ও মূল্যায়ন করতে পারে না। তার পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা আছে। পক্ষপাতিত্বের (পক্ষে/বিপক্ষে যাওয়ার) বাস্তবতা আছে, ব্যবহৃত বা প্রয়োগকৃত মানদণ্ডের সীমাবদ্ধতা আছে। সেজন্য এসব ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতিক বা ঐশী দিশার প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয়, যদিও পরবর্তী সময়ে ভিটগেনস্টাইনের পরিবার অবস্থার চাপে খ্রিষ্টান হয়ে যায়, তাঁর অবচেতন মনে ইহুদি ধর্মের আইন তথা ঐশী আইনের গভীরতা ও ব্যাপ্তির এক ধরনের উপলব্ধি ছিল ও সে আইনের প্রতি এক প্রকার আনুগত্য কাজ করছিল। এ কথা সত্যি যে, ভিটগেনস্টাইনকে খ্রিষ্ট ধর্মের ক্যাথলিক মতে ব্যাপ্টাইজ করা হয় এবং মৃত্যুর পর সেভাবেই তাঁকে কবরস্থও করা হয়, কিন্তু তাঁর উপলব্ধির গভীরে ছিল যে আসলে মানুষ মানুষকে বিচার করতে পারে না এবং মানুষের পক্ষে কোন মৌলিক মানবীয় মানদণ্ড অনুযায়ী চলা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মানব মর্যাদা ও

---

[১৮] CV, p.10
[১৯] TLP, 6.42, 6.421 (Pears)
[২০] Notebooks (NB), p.160
[২১] TLP, 6.421 (Ogden)
[২২] Ibid., 6.13 (Pears)

স্বাধীনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত দশটি আদেশ (Ten Commandments)-এ বিবৃত ও ধৃত হয়ে আছে।[২৩] এক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিটা হলো যিনি সৃষ্টি করেছেন মূল বিধানও তিনিই দিতে পারেন। তবে স্রষ্টার কিছু কাজ ও গুণের প্রতিনিধি হিসেবে স্রষ্টা প্রদত্ত মৌলিক বিধির অধীনে মানুষ দেশকাল অনুযায়ী উপবিধি প্রণয়ন করতে পারে এবং মূল বিধির সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা প্রদান ও তা প্রয়োগ করতে পারে। সম্ভবত এ কারণেই ভিটগেনস্টাইন ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অতি-জাগতিক বা পরাপ্রাকৃতিক উৎসের কথা বলেন: "The solution of the riddle of life in space and time lies outside space and time."[২৪]

কান্ট বিশুদ্ধ যুক্তি তথা বৌদ্ধিকভাবে অগ্রসর হয়ে noumenal world-এ যে সব antinomies-এর সম্মুখীন হয়েছেন ভিটগেনস্টাইন এভাবেই সেগুলোর সমাধান নির্দেশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কান্টও বিশুদ্ধ যুক্তির বাইরে গিয়ে, তথা Critique of Practical Reason ও Critique of Judgment-এ যেয়ে নৈতিকতার সমস্যার সমাধান পেয়েছেন; অন্য কথায়, সমস্যা phenomenal world-এ, সমাধান noumenal world-এ। অন্যভাবে বললে, পার্থিব জগতে – দেশ-কালের জগতে পরম সত্তা ও সত্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) – এদের সম্বন্ধে ভাষায় বলা যায় না; অনুচ্চারিতই থেকে যায় (inexpressible)। এই যে ঐশী উৎস এটা কেবল ভিটগেনস্টাইনের অনুমান ছিল না। দর্শনের প্রাসঙ্গিক শাখা ও গণিতের দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তিনি এ স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে: "There are, indeed, things that cannot be put into words. *They make themselves manifest*. They are what is mystical."[২৫] ভিটগেনস্টাইনের মতে, যুক্তিবিদ্যা, নৈতিকতা, ধর্ম, নন্দনতত্ত্ব – উচ্চারিত ভাষার বাইরের, এরা অনুচ্চারিত ভাষার জগতের।

আগেই উল্লেখ করেছি, ভালমন্দের মূল মানদণ্ড যে পার্থিব জগতের বাইরে থেকে তথা অতিপ্রাকৃতিক বা ঐশী জগৎ তথা স্রষ্টা থেকে আসতে হবে তা আমাদের ইহুদি-খ্রিষ্টীয় ঐশী দিশার (ওয়াহি-revelation) কথা মনে করিয়ে দেয়। ভিটগেনস্টাইন স্পষ্ট করে বলেন: "The sense of the world must lie outside the world. In the world everything is as it is, and everything happens as it does happen: in it no value exists – and if it did exist, it would have no value."[২৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, অর্থহীন বচনের (non-sensical proposition) যে অভিধা নৈতিক বচন লাভ করেছিল তা আর শেষ পর্যন্ত থাকেনি। নৈতিকতা এ পর্যায়ে এসে এক নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা ও গতিপথ বা দিক-নির্দেশ (direction) খুঁজে পায়, অর্থাৎ যা একসময় চিল অনুচ্চারিত (inexpressible, unsayable or ineffable) তা হয়ে ওঠে উচ্চারণক্ষম (expressible, sayable), ভাষার মাধ্যমে নয়, যাপিত জীবন-ধরনের (form of life) মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলা যায়, কান্টের দর্শনে যেমন বিশুদ্ধ যুক্তিতে আত্মা, পরজীবন ও আল্লাহ্‌র সন্ধান মেলে না, মেলে যুক্তি-উত্তর (যুক্তি-বিরোধী নয়) জীবন

[২৩] Exodus, 20: 2-17, especially 2-6; Deuteronomy, 5: 6-21, especially 6-10.
[২৪] TLP, 6.4312 (Pears)
[২৫] Ibid., 6.522 (Pears)
[২৬] Ibid., 6.41, (Pears)

যাপনের মাধ্যমে, অনেকটা তেমনি ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে নৈতিকতা – এর অর্থ ও তাৎপর্য – আসে এ জগতের বাইরে থেকে।

নিরেট বস্তুবাদে জগৎ অনাদি, জগতের কোন স্রষ্টা নেই। সৃষ্টবাদে জগৎ সময়ে সৃষ্ট। জগৎ স্রষ্টার (যিনি অতিবর্তী) ইচ্ছার ফল। এজন্যই তো গাজালি বলেছিলেন, আমি যে ইচ্ছা করতে পারি এটা নির্দেশ করে যে, আমি অস্তিত্বশীল এবং আমার অস্তিত্ব পরম ইচ্ছাময়ের একক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। ভিটগেনস্টাইনও আমাদের এ অসীম ইচ্ছার মুখোমুখি করান এবং সব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়ে মহান আল্লাহ্‌কেই প্রকৃত ও পরম ইচ্ছা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সেখানেই নৈতিকতার উৎস খুঁজে পান।

ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে উৎসগত দিক থেকে নৈতিকতা অনেকটা ঐশী ধর্মের (প্রাকৃতিক ধর্ম[২৭] নয়) মতো; এর উৎস প্রাকৃতিক জগতের বাইরে এবং তা মানুষের ইচ্ছা নির্ভর নয়: "The world is independent of my will"[২৮]। আগেই উল্লেখ করেছি, ভিটগেনস্টাইনের মতে যুক্তিবিজ্ঞানের আসল আসল উৎসও এ জগতের বাইরে, কিন্তু যুক্তি সর্বব্যাপ্ত: "Logic pervades the world: the limits of the world are also its limits."[২৯] ভিটগেনস্টাইনের মতে মানুষের মধ্যে এক অতিবর্তী সত্তার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, ভিটগেনস্টাইন নৈতিকতা ও যুক্তির অতি-প্রাকৃতিক উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন যদিও ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা যায় না: "There are, indeed, things that cannot be put into words."[৩০]

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, পরবর্তী সময়ে ভিটগেনস্টাইন ছবি বা চিত্রতত্ত্বের বাইরে এসে ভাষার ব্যবহারের উপর জোর দেন এবং ছবিতত্ত্বকে সংশোধন করেন। ভাষার এ ব্যবহার সমাজের সাথে যুক্ত। ভিটগেনস্টাইন যেটা দেখাতে চাইছেন তাহলো একথা সত্যি যে, কাজটা ঘটে সমাজে, বাহ্যিক জগতে, পার্থিব জীবনে; কিন্তু কোনটা ভাল বা মন্দ, গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তার মূল মানদণ্ড আসতে হবে জগতের বাইরে থেকে – মূল্যায়নটা হবে কোন অতি জাগতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে, কারণ মানদণ্ডটি এ জগতে নেই। তাঁর কথায়: "If there is any value that does have value, it must lie outside the whole sphere of what happens and is the case."[৩১]

অনেকে মনে করেন ভিটগেনস্টাইন নাস্তিক, অন্তত, অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। আমি যতোটা ভিটগেনস্টাইন অধ্যয়ন করে বুঝেছি, এটা ঠিক না। যেটা ঠিক সেটা হলো তিনি ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করতেন না, কারণ তিনি মনে করতেন এটা প্রকাশের বিষয় নয়, বিশুদ্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তার বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যে ভিটগেনস্টাইন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে সেভাবেই নিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজের সৃষ্টিগত ক্ষমতাহীনতা ও অসহায়ত্ব ঐকান্তিকভাবে অনুভব করতেন এবং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভর করতেন: "Go on, believe! It does no harm. 'Believing' means submitting to an

[২৭] প্রাকৃতিক ধর্ম, যেমন, সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা প্যাগান ধর্ম।
[২৮] TLP, 6.373 (Pears); also, NB, p.150
[২৯] Ibid, 5.61 (Pears)
[৩০] Ibid, 6.522 (Pears)
[৩১] Ibid, 6.41 (Pears)

authority."[৩২] পুনঃ, "To believe in a God means to understand the question about the meaning of life. To believe in a God means to see that the facts of the world are not the end of the matter. To believe in God means to see that life has a meaning."[৩৩] আবার, "Therefore that good and evil are somehow connected with the meaning of the world. The meaning of life, i.e., the meaning of the world we call God. … To pray is to think about the meaning of life. I cannot bend the happenings of the world to my will: I am completely powerless."[৩৪]

দর্শন ও বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, বিশ্ব আবশ্যিক (necessary) নয়, আপতিক (contingent)। একমাত্র এবং একক সত্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই আবশ্যিক। ভিটগেনস্টাইন বলেন: "For all that happens and is the case is accidental. What makes it non-accidental cannot lie within the world, since if it did it would itself be accidental. It must lie outside the world."[৩৫] এ প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এক রাতে ভিটগেনস্টাইন রাসেলের সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে খুবই অস্থির চিত্তে ঘুরাঘুরি করতে দেখে রাসেল জিজ্ঞেস করেন: "Wittgenstein, do you think about logic or about your sins? About both was his answer."[৩৬]

ভিটগেনস্টাইন যে কেবল আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করতেন তাই নয়, তাঁর জীবন ছিল দরবেশদের মতো। তিনি ছিলেন একজন গৃহী সন্ন্যাসী। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভিটগেনস্টাইন যে পরিবারে জন্মেছিলেন সেটি ছিল সে সময়ে রথচাইল্ড পরিবারের পর পুরো ইয়োরোপের দ্বিতীয় ধনী পরিবার, কিন্তু ঐশ্বর্য কখনও তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি চিরকুমার ছিলেন। সাংসারিক জীবনও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তিনি নাম যশের প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি। নইলে কেম্ব্রিজের দর্শনের আকর্ষণীয় চেয়ার পরিত্যাগ করে কাউকে না জানিয়ে তিনি দক্ষিণ অস্ট্রিয়ার অজপাড়াগাঁয়ের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কীভাবে শিক্ষকতা করতে পারেন! সামাজিক অবস্থানের প্রতিও তাঁর কোন মোহ ছিল না, নইলে এটা কীভাবে সম্ভব যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিচয় গোপন করে লন্ডনের গাই'জ হাসপাতালে দারোয়ানের কাজ করেন! তাঁর বাসা ও অফিসে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভিয়েনায় তিনি তাঁর বোনের জন্য যে বাড়িটির নক্সা প্রণয়ন ও সেটি যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন তাও ছিল বাহুল্য বর্জিত – সরলতাই ছিল তাঁর কাছে জীবনের সৌন্দর্য। বস্তুত তাঁর জীবন ছিল এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন।

জাগতিক বস্তু অর্জন, দৈহিক ভোগ সুখ ও সুনাম সুখ্যাতির উপরে উঠতে পারলেই মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয় – এ ছিল ভিটগেনস্টাইনের ঐকান্তিক বিশ্বাস। এটাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি এভাবে উচ্চারণ

---

[৩২] CV, p.42
[৩৩] NB, p.152
[৩৪] Ibid., p.150
[৩৫] TLP, 6.41 (Pears)
[৩৬] McGuiness, Brian (1989a): "Der Grundgedanke des Tractatus (The Main Idea of the Tractatus)", in: Joachim Schulte (ed.): Texte zum Tractatus (Texts to the Tractatus), Frankfurt/Main 1989, p.48

করেছেন: “I can only make myself independent of the world – and so in a sense master it – by renouncing any influence on happenings.”[৩৭] ভিটগেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন নিজের ইচ্ছেমতো চলা অথবা অন্য কোন মানুষের ইচ্ছামতো চলা হচ্ছে প্রকৃত ও চূড়ান্ত অর্থে পরাধীনতা। সব জাগতিক বন্ধন ও আকর্ষণ মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার যে জীবন, সেটিই নৈতিক জীবন সম্ভব ও সহজ করে তোলে।

আমরা উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পেলাম যে, ভিটগেনস্টাইন কোন নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন না করলেও বা এ সম্বন্ধে কোন বিবৃতি না দিলেও নৈতিকতা ছিল তাঁর জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমার মনে হয়, অনেকটা মহামতি বুদ্ধের মতো তিনিও দার্শনিকদের বিভিন্ন তত্ত্বের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে বিরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাডেমিক পরিমণ্ডলে দেখেছিলেন যে, অনেক বড় বড় নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হচ্ছে, অথচ নৈতিক জীবন যাপন করা হচ্ছে না – এটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন জীবনে নৈতিকতার চর্চা হোক – মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করুক। জীবনোপলব্ধির এ বোধ থেকেই তিনি কোন ঘোষণা না দিয়ে, কাউকে না জানিয়ে নীরবে নিভৃতে ঐকান্তিকভাবে নৈতিক জীবন যাপন করে গেছেন। তিনি পার্থিব ভোগ সুখ সুনাম সুখ্যাতির ঊর্ধ্বে উঠে একজন সাধকের জীবন যাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এ ধরনের জীবনের মধ্যেই ধৃত হয় নৈতিকতা, আর নৈতিক জীবন যাপনই মানুষকে যেমন করে স্বাধীন, তেমনি করে সুখী। এজন্যই তো তিনি বলতে পেরেছেন: “The world of the happy man is a different one from that of the unhappy man.”[৩৮] আর এটাই ব্যাখ্যা করে কেন মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, তাদের বোলো যে আমি একটি অসাধারণ জীবন কাটিয়েছি।

বস্তুত, আমাদের ইচ্ছার বাইরে, এমনকি, অনেক সময় বিপরীতে, অনেক কিছুই আছে, অনেক রহস্যই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দর্শনের সেই পরিচিত প্রশ্ন: কেন কিছু না থেকে, কিছু হলো (Why should there be something, rather than nothing)? অথবা অনস্তিত্ব থেকে কেন অস্তিত্বের উদ্ভব হলো? এসব প্রশ্নের অনেক উত্তর দেওয়া যায়, দেওয়া হয়েছে – কিন্তু এর কি কোন চূড়ান্ত মীমাংসা আছে – আছে কি কোন এক বা একক উত্তর?

এমতাবস্থায় শান্তি ও স্বস্তির জীবন হচ্ছে মানুষের সসীম ইচ্ছাকে অসীম ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা, যেটা আমরা উপরে গাজালির বরাতে উল্লেখ করেছি। এমন কথাই ভিটগেনস্টাইনের লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে: “I am … in agreement with that alien will, on which I appear dependent. … That is to say: ‘I am doing the will of God’. … Certainly it is correct to say: Conscience is the voice of God.”[৩৯]

---

[৩৭] NB, p.150

[৩৮] TLP, 6.43 (Pears)

[৩৯] NB, p.154

ভিটগেনস্টাইনের যুগান্তকারী গ্রন্থ ট্র্যাকটাটুস লেখার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, আছেও। কিন্তু এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক; ভিটগেনস্টাইনের বন্ধু ও অন্যতম জীবনীকার Paul Engelmann-এর মতে: "The book's point is an ethical one."[৪০]

এভাবে প্রবন্ধটি শেষ করি: যদিও ভিটগেনস্টাইন নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর মত কোন একস্থানে উপস্থাপন করেননি, তথাপি আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করলাম যে, নৈতিকতা সম্বন্ধে তাঁর একটি অবস্থান তুলে ধরা সম্ভব; আর সে কাজটিই আমি এ প্রবন্ধে করার চেষ্টা করেছি।

ভিটগেনস্টাইনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকা:

1. Tractatus Logico-Philosophicus, Tr. C K Ogden, London: Kegan Paul, 1922; Revised 2021
2. Some Remarks on Logical Form, Aristotelian Society Supplementary Volume, Vol.9, Issue, 1, 15 July, 1929, Pp.162-171
3. Philosophical Investigations, Tr. G E M Anscombe, Oxford: Basil & Blackwell, First published, 1953, Second edition 1958, Third edition, 1967
4. Remarks on the Foundations of Mathematics, Tr. G E M Anscombe, Oxford: Blackwell, 1956, Revised edition, 1978
5. The Blue and Brown Books (Paperback), Tr. G E M Anscombe, NY: Harper & Row, 1958, 1965, London: Blackwell, 2002
6. Tractatus Logico-Philosophicus, Trs. D F Pears and B F McGuiness, London, Routledge and Kegan Paul, First published 1961; Revised edition 1974
7. Notebooks (1914-1916), Tr. G E M Anscombe, NY: Harper and Brothers, 1961
8. Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, notes taken by Yorick Smythies, Rush Rhees, and James Taylor; Ed. by Cyril Barrett, Basil Blackwell, 1967
9. On Certainty, Trs. Denis Paul and G E B Anscombe; Edited by Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1969, 1975
10. Pro-Tractatus, Ed. Georg Henrik von Wright, Ithaca: Cornell University Press, 1971

[৪০] Letters from Wittgenstein with a Memoir, Tr. by L. Furtmüller, Oxford: Basil Blackwell, 1967, p.143

11. Letters to C K Ogden with comments on the English translation of TLP, Ed. Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1973
12. Letters to Russell, Keynes and Moore, Ed. Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1974
13. Philosophical Remarks, Trs. Raymond Hargreaves and Roger White, Hoboken (New Jersey), Wiley-Blackwell, NY: Burns and Noble, 1975
14. Remarks on Colour, Trs. Linda L McAlister and Margarete Schättle, Ed. G. E. M. Anscombe, Oxford: Blackwell, 1977, 1991
15. Philosophical Grammar, Tr. Anthony Kenny, Berkeley: University of California Press, 1978
16. Remarks on the Philosophy of Psychology, Tr. G E M Anscombe, Vols. 1&2, Blackwell, 1980
17. Philosophical Occasions 1912 – 1951 (Contains Remarks on Frazer's Golden Bough), Eds. James C Clagge and Alfred Nordmann, Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1993, 2010
18. Culture and Value, Tr. Peter Winch, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1980, Revised second edition, 1998
19. Last Writings on the Philosophy of Psychology, Vols. 1&2, Ed. Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1982, 1992
20. Lecture on Ethics, Eds. Edoardo Zamuner, Ermelinda Valentina Di Lascio and D K Levy, Oxford: Wiley-Blackwell, 2014 (The lecture was first delivered in November, 1929 to Heretics Society, Cambridge University)

ভিটগেনস্টাইনের যে সমস্ত ব্যাখ্যাতার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি:

1. Norman Malcolm, Ludwig Wittgenstein: A Memoir, London: Oxford University Press, 1958
2. Rush Rhees, Without Answers, London: Routledge, 1969
3. Rush Rhees, Discussions of Wittgenstein, London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1972
4. Anthony Kenny, Wittgenstein, Penguin Books, Harmondsworth, 1975

5. Kerr Fergus, Theology after Wittgenstein, Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1989
6. Paul Johnston, Wittgenstein and Moral Philosophy, Routledge, First edition 1989
7. A Portrait of Wittgenstein as a Young Man: From the Diary of David Hume Pinsent, 1912-1914, Edited by Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1990
8. Lars Hertzberg, "Was Wittgenstein a Moral Philosopher", *Studia Theologia*, 1997, Pp. 144-155